

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

হ্যালো

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল
স.আর.ও -২, এস.আর.ও-১দের অর্জিত অধিকার রক্ষা
অপূরিত ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে

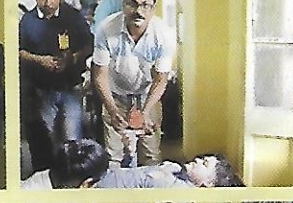
কেন্দ্রীয় হলসভা
দাবী প্রস্তাব গ্রহণ

৩১শে আগস্ট ২০১৯, সকাল ১০টা



সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ২০১৯

‘রক্তদান শিবির’, সার্ভে বিল্ডিং ১৫.১১.২০১৯





আগামী একত্রিংশ বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯
 এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
 ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র



-ঃ পত্রিকা উপসমিতি :-

মনোরঞ্জন চৌধুরী, প্রণব দত্ত, আলোক গুপ্ত, অরিন্দম বক্সী, অজিত দত্ত,
 বিশ্বজিৎ মাইতি, কৃশানু দেব, আশিস গুপ্ত

-ঃ সম্পাদক :-

অম্লান দে



সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয়	১
২. শিলিগুড়ি চলো. চঞ্চল সমাজদার	৩
৩. 'তালেদিয়ে তাল নাচে মহাকাল'. অম্লান দে	৬
৪. কেন্দ্রীয় হলসভা (রিপোর্টাজ)	৮
৫. অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা (রিপোর্টাজ)	১৪
৬. রক্তদান শিবির (রিপোর্টাজ)	১৬
৭. সমিতিগত তৎপরতা	১৭
৮. স্মরণ	২৪

সম্পাদকীয়

দিশা দেখাক সপ্তদশ রাজ্য
 সম্মেলন

আগামী ১১-১২ই জানুয়ারী ২০২০ শিলিগুড়ি শহরের বুকে হতে চলেছে আমাদের সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন। যে অস্থির সময়ের পটভূমিকায় সংগ্রাম আন্দোলনের সর্বোচ্চ মঞ্চে আমরা সমবেত হতে চলেছি আগামী দিনের চলার পথের নির্দেশিকা প্রস্তুত করার লক্ষ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে স্থিরভাবে আমাদের বুকে নিতে হবে পরিস্থিতির নীতিবাচক এবং ইতিবাচক লক্ষণ সমূহ। দেশ দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে আগ্রাসী দক্ষিণপন্থার যে করাল আবর্ত আমাদের ব্রহ্ম করতে চাইছে, শোষণ দমন পীড়নের যে উৎস তার বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমতকে বিপথে পরিচালিত করে ভুলিয়ে দিতে চাইছে মেহনতি মানুষের দুনিয়া ব্যাপী লড়াই আন্দোলনকে, তার 'নেতির' টানকে ছিন্ন করেই আমাদের চেতনাকে শানিত করে তুলবার প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত করতে হবে সম্মেলন মঞ্চকে।

ভারতবর্ষের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেশের গণতান্ত্রিক বাতাবরণ চূর্ণ করার যে অপচেষ্টা, তার প্রতিবাদে যেমন মুখর হবে এই সম্মেলন মঞ্চ, একই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর জনবিরোধী নীতি সমূহের ফলে আপামর দেশবাসীর উপর যে আক্রমণ নেমে আসছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গণআন্দোলনের বৃহত্তর মঞ্চে সামিল হওয়া খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করার মাধ্যমেই নিজেদের পরিসরে জীবন জীবিকার লড়াইকেও ক্ষুরধার ও সংহত করে তোলার মন্ত্র উচ্চারিত হবে এই সম্মেলন মঞ্চ থেকেই। দেশের কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী-ছাত্রী-যুব-মহিলা সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের ওপর আঘাতের পর আঘাত নেমে আসছে, প্রতিবাদ প্রতিরোধ যত ব্যাপকতা অর্জন করছে ততই নতুন নতুন কায়দায় সংজ্ঞাবদ্ধ জনতার সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য প্রযুক্ত হচ্ছে নানা নতুন নতুন কায়দা। চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করার ঘৃণ্য প্রয়াস অবলম্বিত হচ্ছে ফ্যাসিবাদী কায়দায়, কালা কানুন জারি করে বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে দানবীয় ভাবে বলপ্রয়োগ করার দৃষ্টান্তও বারেবারেই প্রকাশ পাচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার প্রসারনে। অন্ধবিশ্বাস ও অযুক্তিকে মদতদানের মাধ্যমে প্রগতিবাদী যে কোন চিন্তাভাবনাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। প্রতিবাদী ছাত্র যুবসমাজ বারে বারে আক্রান্ত হচ্ছে এই অপশক্তির কাছে কিন্তু এভাবে অবদমিত করা যায়নি পশ্চাৎপদ শক্তির আগ্রাসনকে রুখে দেবার লড়াই; দেশজুড়ে উত্তাল হচ্ছে গণআন্দোলনের প্রসার, কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী সবাই সামিল হচ্ছেন সেই স্রোতে। যতই দুর্বীরগতি অর্জন করছে এই সমস্ত আন্দোলনের প্রবাহ, শাসকশ্রেণী ততই মরিয়া হচ্ছে নাগরিক বিভিন্ন দমনমূলক বিধিব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সাম্প্রতিক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি প্রণয়নে দূরভিসন্ধিমূলক নানান অবাঞ্ছিত শর্ত আরোপ প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার ছক কষা হচ্ছে। মানুষের জীবন সংগ্রামে কঠোর প্রাচীর তৈরী করছে যে সব সমস্যা তার থেকে দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতেই ইত্যাকার অপকৌশলের অবতারণা। যদিও এভাবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া কোটি কোটি দেশবাসী প্রতিবাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রয়াসকে অবরুদ্ধ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। আগামী ৮ই জানুয়ারী ২০২০ শাসক গোষ্ঠীর তাবেদার সংগঠন বাদে দেশের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে অনুষ্ঠিত হবে গোটা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। কর্পোরেট ভজনায় ব্যস্ত দেশের সরকারের জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতিসমূহের কল্যাণে অর্থনীতির যে বেহাল দশা তার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের যোগদানে এই ধর্মঘট এক স্পষ্ট হুঁশিয়ারির কাজ করবে। অসাম্য ও অস্থিরতার বাতাবরণ নির্মাণে নিয়োজিত দেশের শাসকগোষ্ঠীর কাছে। আমাদের রাজ্যের বুকেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক দেশবাসীর জ্বলন্ত সমস্যা সমূহ। একে মোকাবিলা করার প্রক্ষেপেই গুরুত্বপূর্ণ এই ধর্মঘটের দাবী দাওয়াগুলি নিরসনের বিষয়টি। লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হয়েই আমাদেরও চিনে নিতে হবে কারা এই লড়াইয়ের কোনদিকে রয়েছেন। সংহত করতে হবে শ্রমজীবীদের ঐক্য। ঠিক করতে হবে কোনপথে এগোবে দেশ, ক্রমেই তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না জনগণের সমবেত প্রতিরোধে চূর্ণ হবে দেশের ঐক্য ও সংহতি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার হরণকারী অশুভ শক্তির দাপদাপি।

এই সময় বিন্দুতে দাঁড়িয়েই আসন্ন ‘রাজ্য সম্মেলন’ মঞ্চকেই তাই দিশা নির্ণয় করতে হবে আগামী দিনে কোন পথে এগোতে হবে আমাদের, নিজেদের বৃত্তিগত দাবী দাওয়ার সঙ্গে তাই সামগ্রিক সংগ্রাম আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসরকে যুক্ত করে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে চাই আমরা। সেই প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি বিধোষিত হোক আসন্ন রাজ্য সম্মেলনের মহতী মঞ্চে।

শিলিগুড়ি চলো

চঞ্চল সমাজদার

আগামী ১১ ও ১২ই জানুয়ারী, ২০২০ আমাদের প্রিয় সমিতির সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি শহরে। ইতিমধ্যে ইউনিট ও জেলা সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিগত ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯ শুক্রবার সার্ভে বিন্ডিং-এ সমিতির উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। আড়াই শতাধিক অনুগামীদের উপস্থিতি ও ৬০ জন অনুগামীর রক্তদানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠানটি প্রতিপালিত হয়। বিগত ৩১শে আগস্ট সমিতির আহ্বান সাড়া দিয়ে মৌলালী যুবকেন্দ্রের বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় ৩৫০ জন অনুগামী। সদস্যরা বারে বারে প্রমাণ করেছেন সংগঠনের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও নীতি আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা। এর প্রতি মর্যাদা দিয়েই সংগঠনকে সদস্যস্বার্থে অবিচল সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে। এই ধারাবাহিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ মঞ্চ হল রাজ্য সম্মেলন। তাই এই সম্মেলনকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যেতে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

সম্মেলনে সামগ্রিক পরিস্থিতি সহ কর্মচারীদের দাবীদাওয়া ক্যাডারগত দাবীদাওয়া সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিশদ আলোচনা হবে মূলতঃ বিগত দুই বছরকে কেন্দ্র করে। রাজ্য সম্মেলনের খসড়া প্রতিবেদনের কপি আমরা পূর্বাংগেই জেলাগুলিকে পৌঁছে দেব। জেলা নেতৃত্বকে অনুরোধ করব প্রদেবদনকে ভরকেন্দ্র করে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জেলার প্রতিনিধিরা রাজ্য সম্মেলনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযুক্তিকরণ এর উপাদান বক্তব্যের মধ্যে আসবে এটা প্রত্যাশিত যা থেকে সম্মেলন সমৃদ্ধ হবে। তথাপি সদস্যদের চেনার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনায় আনতে চাই যা রাজ্য সম্মেলনের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীভাবে আলোচনায় আসা উচিত।

পে-কমিশন :

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে পে-কমিশন জানুয়ারী ২০২০ থেকে কার্যকর করার ঘোষণা হয়েছে। যদিও পে-কমিশনের রিপোর্ট এখনও সর্বসমক্ষে আসেনি। ১.১.১৬ থেকে notional effect দেওয়া হবে। পুরো ৪৮ মাসের বকেয়া গায়েব। পূর্বতন পে-কমিশনে ২৭ মাসের বকেয়া না পাওয়ার জন্য যাঁরা একসময় চিল চিৎকার করেছিলেন তাঁরা এখন নিশ্চুপ। ২৭-এর চেয়ে ৪৮টা বোধহয় কমই হবে।

HRA ১৫% থেকে কমিয়ে ১২% করা হয়েছে। Increment ৩% টা এইভাবে অ্যাডজাস্ট করা হল। নীট ফল বেসিক-এর উপর বৎসরে প্রায় ৩% বেতন কমে গেল।

Gratuity-র উর্দ্ধসীমা যেখানে কেন্দ্রে ২০ লক্ষ সেটা এখানে হল ১২ লক্ষ। যারা আগামীদিনে অবসর গ্রহণ করবেন তাঁরা এর ফলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

ডি.এ:

বিগত ৮/৯ বৎসর যাবৎ কেবলমাত্র ডি.এ. বকেয়া থাকার জন্য আমাদের ক্যাডারের সর্বকনিষ্ঠ আধিকারিকরাও গড়ে প্রতি বছরে ৫০-৬০ হাজার টাকা করে তেমন কম পেয়েছেন। সিনিয়রদের ক্ষতি আরো অনেক বেশী।

বকেয়া ডি.এ চাওয়ার জন্য কুকর-বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাতেও একদল কর্মচারী হাততালি দিয়েছেন। সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ মানুষের কাছে ভিলেন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বেতন দিতে গিয়ে নাকি সাধারণের উন্নয়ন যত্নে ভাঁটা পড়ছে। চারিদিকে শুধু উন্নয়ন উন্নয়ন রব। তা সরকারী কর্মচারীরা ছাড়া এই তথাকথিত উন্নয়ন মানুষের কাছে কি করে পৌঁছাল? অথচ বিগত ৮/৯ বছরে মন্ত্রী/MLA-দের বেতন ১২-১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় উন্নয়ন।

সার্ভিস:

বিগত ৫/৭ বছর ধরে আমরা সার্ভিস পেয়েই গেছি। শুধু notification বেরনোর অপেক্ষা! বছরে বেশ কয়েকবার শুভদিন দেখে আমরা অপেক্ষা করি। কিন্তু সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এখনও আসেনি। অন্য সমিতি দুটির কতিপয় নেতৃত্ব চেপ্টা করছেন যা হোক একটা সংখ্যা ধরে সার্ভিস হোক, তাতে ক্যাডারের বাকী মানুষদের যাই সর্বনাশ হোক না কেন! কারণ তাতে বেশীরভাগ নেতৃত্বই সার্ভিস-এ অন্তর্ভুক্ত হবেন। আমরা এখনও আমাদের প্রস্তাবিত সংখ্যা ও কাঠামো অনুযায়ী সার্ভিস হওয়ার দাবী জানাচ্ছি যার মূল প্রতিপাদ্য হল অর্জিত অধিকার/সুযোগ-সুবিধা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হওয়া, ক্যাডারের কোনো অংশের বিশেষতঃ WBSLRS GR-I এর সর্বনাশ না হওয়া এবং ক্যাডার এক্য বিনষ্ট না হওয়া। একই কথা বারংবার আমাদের বলতে হচ্ছে সার্ভিস সম্পর্কে ক্যাডারের মানুষদের মনে সম্যক ধারণা তৈরী করার জন্য। সার্ভিস সম্পর্কে কোনো অন্ধ মোহ নয়, আমাদের প্রস্তাবিত সংখ্যা ও কাঠামো অনুযায়ী দাবী আদায়ের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা জারী রাখতে হবে।

কাজের পরিবেশ ও ক্যাডার নিগ্রহ

বিগত কয়েকবছর অফিসগুলিতে মূলতঃ ব্লকে ভয়ংকর কাজের চাপ বেড়েছে। নিয়মিত কর্মচারী হাতে গোণা। কিছু ক্যাডুয়াল, অবসরপ্রাপ্তদের দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। অত্যন্ত দুর্বল পরিকাঠামো। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে যথাযথ পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না যা বেদনাদায়ক। কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক ফতোয়া জারী করে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এর সঙ্গ যুক্ত হয়েছে নিত্যনতুন অবাস্তব ফরমান। শনি-রবি ছুটি মিলছে না। ইলেকশন, অন্যান্য দপ্তরের কাজও চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্যাডারের মানুষদের নাভিস্থাস উঠছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যুক্ত হয়েছে প্যাডানি। বিগত কয়েকবছরে গড়ে প্রতিমাসে একটি করে অফিসে হামলা হয়েছে। ক্যাডারের লোকজন মার খেয়েছেন। এমনকি প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছে। আমরা প্রতিটি ঘটনায় সাধ্যমত প্রতিবাদ জানিয়েছি, এমনকি তিনি আমাদের সমিতির সদস্য না হলেও। অপর দুটি সমিতি সব দেখেও না দেখার ভান করে চলেছেন।

যৌথ আন্দোলন

ক্যাডারের এক অংশের মানুষের মধ্যে যৌথ আন্দোলনে আকৃতি আছে। আমরা এই আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দিয়ে অপর দুটি সমিতিতে বিভিন্ন ক্যাডারগত ইস্যুতে একসাথে লড়াই-আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়ে পত্রপ্রেরণ করেছিলাম। একটি সমিতি আলোচনায় বসতে চেয়েছিল। তাঁদের সমিতি দপ্তরে গিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম সমস্ত ইস্যুতে একমত না হতে পারলেও নিদেনপক্ষে W.B.C.S-এর quota curtailment, ক্যাডার নিগ্রহের মতো দু/তিনটি ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে। কিন্তু ওরা অবশেষে তাতেও রাজী হল না। সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই ওরা সরকারের/প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করতে চাইছে না।

WBSLRS Gr I-কে WBCS-এর ‘C’ গ্রুপ এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম প্রদান:

দীর্ঘদিন ধরে WBSLRS Gr-I কে ‘C’ Group-এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫নং স্কেল-এর দাবী আমরা জানিয়ে আসছি। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনেও একই দাবী আমরা জানিয়েছি। আমার মনে হয় ক্যাডারগত আর্থিক দাবী দাওয়ার প্রশ্নে এই দাবীই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে এবারের রাজ্য সম্মেলনে উত্থাপন করা প্রয়োজন। এ দাবী আদায় হলে কেবলমাত্র MCAS-এর মাধ্যমেই আমরা ১৬, ১৭ এবং ১৮ নং স্কেল অর্জন করতে পারব। সার্ভিস-এর দাবী যদি আদায় নাও হয় তাহলেও ক্যাডারের প্রত্যেকেই ২৫ বছর চাকুরী হলেও ১৮নং স্কেল অর্জন করতে পারবেন এবং WBCS (Exe) এ যাওয়ার রাস্তাও খোলা থাকবে। আমারমতে সংগঠনকে এ দাবী আদায়ের জন্য আগামীদিনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে লড়াই-আন্দোলন করতে হবে।

পরিশেষে বলব এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয়েই রাজ্য সম্মেলন আলোড়িত হবে। ক্যাডারগত বিষয়সমূহের বাইরেও একনজ সচেতন সামাজিক মানুষ হিসাবে আমাদের যে যে বিষয়সমূহ আলোড়িত করছে তাও আলোচনার প্রয়োজন। ক্ষুধাসূচক, নারী নির্যাতন-এ আমার দেশ বিশ্বে প্রথম। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সরকারী সংস্থা বিক্রী, ব্যাঙ্ক-বীমা সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস, শ্রমআইন পরিবর্তন, ব্যাপক ছাঁটাই, স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ বেকারী। সাধারণ মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাঁরা একজোট হওয়ার চেষ্টা করছেন। এসব থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই ৩৭০ ধারা, তিন-তালাক, NRC, পাকিস্তান ইস্যু। মনে রাখতে হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়িকতাবাদ ও সংখ্যালঘুর মৌলবাদ সমান বিপজ্জনক। একে অপরের পরিপূরক।

আমাদের রাজ্যেও মানুষ বড় অসহায়। এখানেও বিরোধী কণ্ঠের টুটি টিপে ধরা, ট্রেড ইউনিয়নকে অস্বীকার করা, উন্নয়নের নামে মেলা-খেলা-মোছব করে জনগণের অর্থের অপচয়, প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা—এসব চলছে। প্রতিবাদ জারী আছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। যাও বা হচ্ছে তা মিডিয়া সেগর করে দিচ্ছে। পরিকল্পনামাফিক প্রকৃত লড়াইয়ের ময়দান থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলই যে একমাত্র বিকল্প—এই জনমত তৈরী করা হচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে মানুষ ‘বড় বিপদ’ এর হাত থেকে বাঁচার জন্য ‘ছোটো বিপদ’-কেই বেছে নিচ্ছে।

খুব সংক্ষেপে আমি রাজ্য সম্মেলনের আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জীবন্ত আলোচনা হবে। আমরা সমৃদ্ধ হব আগামীদিনে পথ চলার রূপরেখা তৈরী হবে। সেই পথ ধরেই আমরা পরিস্থিতি পরিবর্তনের লড়াইয়ে সামিল হব।



‘তালে দিয়ে তাল নাচে মহাকাল’

অম্লান দে

ডোনাল্ড ট্রাম্প, বরিস জনসন, বলসানারো, স্টক মরিসন, রড্রিগো দুতের্কে, ম্যাতিও স্যালভানি নামগুলি সবার চেনা কার্যকলাপও সবার জানা কিন্তু এদের প্রত্যেকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়ে গিয়েছে একটি যোগসূত্র। এরাই বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক শোম্যান স্বদেশে তারাি রাজনৈতিক আইকন, ভৌগলিক বৈচিত্র্য সামাজিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এমনকি বৈপরীত্য সত্ত্বেও এঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা বা আধিপত্য বিস্তারে সফল। আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্ষে এরা সফল, আমাদের দেশের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

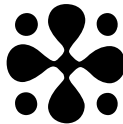
আসলে সাম্প্রতিক কালে পুঁজিবাদের চরিত্রের মধ্যেই এসেছে এক পরিবর্তন। নব্বই দশকের বা একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বের পুঁজিবাদের সাথে সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের চরিত্রের মধ্যে একটি তফাত লক্ষ করা যায়; তখন পুঁজিবাদের প্রয়োজন ছিল দক্ষ সরকারের যে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করবে যারা নিরাপদে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে আবার গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার মধ্যেও সুরক্ষিত রাখবে মুনাফা-র ধারাকে। কিন্তু ২০০৮-এর আর্থিক মন্দা-র পরবর্তীতে পুঁজির প্রয়োজন Ruthless হওয়ার, চাই বিরামহীন-লাগামহীন মুনাফার গ্যারান্টি, মন্দা সত্ত্বেও; তথাকথিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা সংগঠন (রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য) যা সম্ভব নয় তা সম্ভব হয় Ruthless কোন ব্যক্তি চরিত্রকে Myth-এর Makeup করিয়ে দেবানায়ক বানাতে পারলে। তাই প্রশাসনিক রাষ্ট্রের বিনির্মাণ আজ ভীষণ প্রয়োজন এবং নৈরাজ্য বিপর্যয়ের পুঁজিবাদের মুনাফার গুণিতক; তাই আমাজন জ্বললে বালসারো নৈতিক দায় নেন না বা সুদূরপ্রসারী নীতি প্রণয়ন করেন না আবার বিশ্ব জলবায়ুর বিপর্যয় বৈজ্ঞানিক মহল আশঙ্কিত হলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে বিপদ বলেই মনে না। কারণ তাঁরা মুনাফাকে গ্যারান্টি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সে দায় মেনে নিয়েই তাঁরা ‘আইকন’ সাজতে রাজি হয়েছেন বা কর্পোরেট পুঁজি ও তাদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে লগ্নি করতে রাজি হয়েছেন তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের প্রক্ষে।

আর বর্তমান পৃথিবীর মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া লগ্নি পুঁজির মুঠোর বাইরে নয়, জনমত গঠন ও প্রচারের ঢাক বাজানোর জন্য সংগঠিত এক প্রক্রিয়া চলে যার ন্যূনতম ভূমিকা হল জনগণের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানোর যাতে তাদের সাজানো আইকনরা মুনাফার গ্যারান্টি দিতে সম্পূর্ণও সফল হতে পারেন। আর সেখানই তাদের আসল কর্মসূচী যার প্রধান কার্যকরী অঙ্গ হল বিভাজন সৃষ্টি করা, ঘৃণা উৎপন্ন করা সেটা ধর্মীয় বিভাজন, জাতপাতের বিভাজন হতে পারে রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের রক্তাক্ত সংঘাত বা সংঘাত মূলক চিত্রনাট্যও হতে পারে। আবার লিঙ্গগত বা অভিবাসী সংক্রান্তও হতে পারে। তারা চান কল্পিত শত্রুপক্ষ তৈরি করে নিতে যাতে ঘৃণার কারবার ভালো চলে আর ডাউন, বিভেদ মুনাফার অঙ্কে প্রতিফলিত হয়। বিগত শতাব্দীর ৩০-এর দশক আমরা ভুলে যাই নি, হিটলার, মুসোলিনিকে চিনি না একথাও বলতে পারবো না। আসলে বিভাজিত, ঘৃণাপূর্ণ চেতনা লগ্নিপুঁজির বিশেষ প্রয়োজন। পরিচিতিসত্ত্বা রাজনীতির উপর গড়ে ওঠা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ কর্পোরেট এবং সমকালীন রাজনীতির মেলবন্ধনের মূল অনুঘটক।

এদেশের চিত্রটাও কি খুব ভালো? ভয়াবহ হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক মন্দা, আর্থিক বৃদ্ধির হার নামতে নামতে চলেছে সরকার স্বীকার না করলেও এবং সরকারি পরিসংখ্যানকে Manipulate করেও সেই নগ্ন সত্য ঢেকে রাখা যাচ্ছে না অর্থাৎ বিপর্যয়ের পুঁজিবাদ ভারতবর্ষেও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, তাই বিশ্বায়িত পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী গণিতের সূত্র ধরেই এ দেশের বিভেদের বিভাজনের, ঘৃণা, বিদ্বেষের জাল ছড়ান হচ্ছে, ধর্মীয় বিভাজন মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদকে দমনের নাট্যরূপে প্রচ্ছন্নে চলছে মদত দেওয়ার কাজ যাতে লগ্নিপুঁজির মুনাফার স্বাস্থ্য ভালো করা যায়। নিয়োগ নেই, বেসরকারী শিল্প কারখানা বন্ধ হচ্ছে, কাজ হারাচ্ছে মানুষ, ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ছে বাজারে তবু দেশের ৭৩% সম্পদ চলে যাচ্ছে ১০% মানুষের হাতে, আর ৯০% মানুষকে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, দেশীয় সম্পদের সেই দেদার লুঠ মানুষ দেখতে না পান তাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। ব্যাঙ্ক, বীমাকে বেসরকারীকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে বিক্রি করার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা হবে না, মানুষ তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই চিনে যাবে—তাই বিভেদ পারে সেই লুঠের স্বপক্ষে নিপীড়িত মানুষের থেকেই সম্মতি আদায় করতে আর আইকনদের মাসিহা বানানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া, মিডিয়া আছে; তাই ক্রোনি ক্যাপিটালিস্ট খুঁজে নেবেই তার মনোমত আইকনকে কারণ সে জানে ম্যানেজারি রাজনীতি দিয়ে তার বর্তমান সঙ্কট থেকে সে আর উদ্ধার পাবে না, ভারতেও তাকে হতে হবে Ruthless এবং তা উগ্র জাতীয়তাবাদের মোড়কে, রচনা করতে হবে বিভাজনের কেন্দ্রস্থল। তাই সাংগঠনিক রূপেই বিপর্যয়ের পুঁজিবাদ উত্তোরণের পথ খুঁজবেই। মূল লক্ষ্য লুঠকে অনিয়ন্ত্রিত করা, অবাধ করা সার্বিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে তার সম্মতি আদায় করা। তাই শ্রমআইন সংস্কার আসলে মানবসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য ব্যবহার্য অস্ত্র হবে, আর্থিক সংস্কারে বিশেষ কিছু পরিবার ফুলে ফেঁপে উঠবে; BSLN উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে, মায় রেলস্টেশনও বিক্রি হবে আর জনগণ ঝাঁঝালো দেশপ্রেমের আরক খেয়ে বলতে বাধ্য হবে ‘হচ্ছে, হচ্ছে Zanti পার না।’

দেশের ছোঁয়া রাজ্যে লাগবে না হয় না, বর্তমান অর্থনীতি মুক্ত কিন্তু আসলে তা সোনার শিকল অর্থাৎ সেই বদ্ধতা সর্বব্যাপী। তার লক্ষ্য সর্বস্তরে, সুতরাং বিপর্যয়ের পুঁজিবাদ তার সঙ্কট কাটাতে গিয়ে দেশ, কালের বিচার করবে না এটা খুব সহজ তত্ত্ব। আর তার প্রতিক্রিয়াও সর্বত্র একই ভাবে পড়বে বিভাজন, শোষণ এবং অবশ্যই Ruthless Iconic হয়ে ওঠা যাতে মৌল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হতে হয়।

তবু ইতিহাসে বিশ্বাস রাখতে হয়, হিটলার পারেন নি, মুসোলিনি পারেন নি গণতন্ত্রের পুরো গঠনকাঠামাকে ধ্বংস করে দিতে মানুষ রচনা করেছে বিকল্প ইতিহাস, তাই বহুমাত্রিক এই লড়াই হবে বিভেদের সাথে ঐক্যের, মুনাফার সাথে চেতনার, দোদুল্যমানতার সাথে দৃঢ়তার। লড়াই শুরু হয়েছে জাত সরিয়ে ভাতের লড়াই—রাস্তায় আসছে মানুষ আরও আসবে সময়ের সারণীতে কাতারে কাতারে আসবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাকস্বাধীনতাকে বাঁচানোর জন্য মানুষের মতো বাঁচার জন্য... এ প্রত্যাশা ইতিহাসের প্রত্যাশা ঐতিহাসিক মুহূর্ত জন্ম নেবেই আগামীর গর্ভে।



৩১শে আগস্ট, ২০১৯

কেন্দ্রীয় হলসভা ও দাবীপ্রস্তাব গ্রহণ কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত

গত ৭ই জুলাই, ২০১৯ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই-আগস্ট মাস ব্যাপী জেলায় জেলায় বর্ধিতায়তন জেলা কমিটির সভা করে ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে ‘দাবী প্রস্তাব’ গ্রহণ করা হয়। জেলাগত বিশেষ দাবীকে কেন্দ্র করে পৃথক একটি দাবী প্রস্তাবও ঐ সভাগুলিতে গৃহীত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সেগুলি যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই কর্মসূচীর পরবর্তী এবং চূড়ান্ত ধাপ ছিল ‘কেন্দ্রীয় হলসভা’-র আয়োজন করে সমস্ত দাবীদাওয়া গুলিকে সমীকৃত করে কেন্দ্রীয়ভাবে ‘দাবীসনদ’ গ্রহণ এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে তা পৌঁছে দিয়ে এই মর্মে তাঁদের হুঁশিয়ার করা।

গত ৩১শে আগস্ট, ২০১৯ কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে বিপুল উদদীপনার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচিটি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সাড়ে তিনশোর অধিক অনুগামী সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই আন্দোলন-কর্মসূচী সমিতির ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন করল একথা নিদ্বিধায় বলা যায়। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সদস্যবন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং উদ্যমী অংশগ্রহণ একথাই প্রমাণ করে—নিজেদের দাবী-দাওয়া, অধিকারের প্রশ্নে সমিতিগত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় কমিটির যে কোন আহ্বানেই তাঁরা বলিষ্ঠতার সঙ্গে সাড়া দেন, সংগ্রাম-আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলার লক্ষে কোনমতেই পিছপা না হবার সঙ্কল্পকে পুনর্বীর দৃঢ়তার সঙ্গে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। ‘সংগঠন’কে হাতিয়ার করেই ইঙ্গিত লক্ষে এগিয়ে চলার এই মানসিকতাই আমাদের প্রিয় সমিতি ‘এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল’কে ক্যাডারদের দাবী-অর্জন ও অধিকাররক্ষার প্রশ্নে বারেবারেই চ্যাম্পিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। প্রায় সাড়েতিন দশকের নিরবচ্ছিন্ন অভিযাত্রার অভিজ্ঞতা সে কথাই প্রমাণ করে।

এদিনের সামগ্রিক অনুষ্ঠানটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল দুটি পর্বে। প্রথম পর্বে সমিতির তেত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস (২৩শে মে, ১৯১৭ তারিখে সমিতির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ক্যান্টিন হলে)-কে কেন্দ্র করে সমিতির পথচলার ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনের ইতিকর্তব্য প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতৃত্ব, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র। তাঁর বক্তব্যের সূত্রে সমিতির ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকার প্রেক্ষাপট এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বর্তমান নেতৃত্বের সামনে উপস্থিত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার করার সূত্রাবলী যুক্তিসিদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়। সংগ্রাম-আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতায় ‘আলো’ সংগঠনের জন্ম হয়েছিল, এতাবৎ সেই পথে আপোষহীন মানসিকতায় এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে যে ব্যত্যয় ঘটেনি, সেই দিকেও আলোকপাত করে তিনি বলেন—এটা সম্ভব হয়েছে আদর্শভিত্তিক সংগঠনের বুনয়াদটি দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই। বিভেদ ও সুবিধাবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেই সমিতি তাঁর জোরের জয়গাটি ধরে রাখতে পেরেছে এবং আগামীদিনের লড়াই-আন্দোলন ও সেই পথ থেকে বিচ্যুত হবে না, আজকের সভাও সেই বার্তাই প্রোথিত করছে।

সভার দ্বিতীয় পর্বে কেন্দ্রীয় ‘দাবী-প্রস্তাব’টি উত্থাপন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক

শান্তনু গাঙ্গুলী। দাবী প্রস্তাবটি উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন—বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সমিতির ক্যাডারগত বিভিন্ন দাবী-দাওয়া, বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের দীর্ঘকালীন অপূরিত দাবী, RO-দের ‘C’ Group-এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম প্রদান, ব্লকস্তরের অফিসগুলিতে কায়েমী স্বার্থপুষ্ট দুষ্কৃতিদের আক্রমণ, আমলাতান্ত্রিক অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্ত, জনস্বার্থবাহী কাজকর্ম সমূহের ত্বরান্বিকরণে যথাযথ পরিকাঠামো দান সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে-সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তার প্রতিকার এবং অর্জিত অধিকার রক্ষা ও অপূরিত দাবী দাওয়া অর্জনের লক্ষ্যেই ‘দাবী সনদ’টি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা স্পষ্ট করে আছে ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক বিষয়টিকে। সুতরাং একে সমর্থন করার মধ্যে দিয়ে আমরা ইঙ্গিত ফললাভের আকাঙ্ক্ষাকেই বলবতী করে তুলবো।

এরপর ‘দাবী-প্রস্তাব’টিকে সামনে রেখে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় এবং সংগঠনকে মজবুত করলে তোলার মধ্যে দিয়ে কীভাবে আগামীদিনের ‘চ্যালেঞ্জ’গুলিকে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার। তিনি বিপুল এই জমায়েতকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামী রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে সংগঠনের সর্বস্তরে ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে দিয়ে সাধারণ সম্পাদকের ভাষণকে অভিনন্দিত করেন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত অনুগামী সদস্যবৃন্দ। সভা থেকে ‘দাবী-প্রস্তাব’টি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বিভাগীয় প্রধান সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, ভূমি-অধিকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট গৃহীত প্রস্তাবটির অনুলিপি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হবে—সভা থেকে এই ঘোষণাও রাখা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রণব দত্ত, অন্যতম সহ-সভাপতি গৌতম কুমার সাঁতরাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

এই প্রতিবেদনের সঙ্গে গৃহীত ‘দাবী-প্রস্তাব’টির বয়ান নীচে মুদ্রিত করা হল।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

রেজি. নং : এস/৫৯৩০৬/৮৮-৮৯

কেন্দ্রীয় দপ্তর : ১১৩/এ, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪

দাবী প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের মধ্যবর্তী পর্যায়ের আধিকারিকবৃন্দ আর-ও, এস.আর.ও.-২ এবং এস.আর.ও.-১ ক্যাডারদের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ সংগঠন ‘এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল’-এর কেন্দ্রীয় কমিটি আহূত আজ ৩১শে আগস্ট, ২০১৯ তারিখে কলকাতার মৌলালীস্থিত যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই হলসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে—রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্যান্য অংশের মানুষজনের সঙ্গে ভূমি-সংস্কার প্রশাসনের মধ্যবর্তী স্তরে কর্মরত আর.ও, এস.আর.ও.-২ এবং এস.আর.ও.-১ ক্যাডারভুক্ত আধিকারিকবৃন্দের বৃত্তিগত ন্যায্য দাবী-দাওয়া সমূহ নিরসনে কর্তৃপক্ষের তরফ

থেকে সদিস্থাপ্রসূত উদ্যোগের কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও তার রূপায়ণে অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে যা 'সর্বস্তরে ব্যাপক ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। একইসঙ্গে মূল্যসূচকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে থাকার কারণে এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন, কার্যতঃ প্রকৃত আয়ের নিরিখে আমাদের বেতনপ্রাপ্তির পরিমাণ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

একইসঙ্গে আমাদের তিনটি ক্যাডারের দীর্ঘদিনলালিত এল.আর. 'সার্ভিস' গঠনের দাবী (আর.ও, এস.আর.ও-২ এবং এস.আর.ও-১ ক্যাডারদের সমন্বয়ে) প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। 'টাক্স ফোর্স' গঠন বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি বিচার বিবেচনার ইঙ্গিত দেওয়া হলেও, এ ব্যাপারে সঠিক মাত্রায় গুরুত্ব প্রদানে বরাবরই অনীহার প্রকাশ ঘটতেই আমরা দেখেছি। অথচ ভূমি সংস্কার প্রশাসনকে আরো কার্যক্ষম করে তোলার প্রক্ষে, বিভাগীয় আধিকারিকদের 'বিশেষজ্ঞতা'কে বিভাগের অভ্যন্তরে যথাযথ ব্যবহারের স্বার্থে প্রকারান্তরে এই দপ্তরের মাধ্যমে জনপরিষেবার কাজকে আরো গতিশীল ক্রমশঃ বাস্তবোচিত করার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এই দাবীটির সত্ত্ব নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

এরই পাশাপাশি বকেয়া কাজের পরিমানের তুলনায় এই দপ্তরের ইন্টিগ্রেটেড সেটআপ সহ বিভিন্ন উইংয়ে RO, SRO-II, SRO-I সহ আধিকারিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের অপ্রতুলতা, অসংখ্য শূন্যপদ পূরণ না হওয়া এবং পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ঘটতির কারণে কাজের চাপ ক্রমশঃই বাড়ছে অথচ প্রত্যাশিত পরিষেবা দেবার প্রক্ষে জনগণের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ইঙ্গিত ফললাভ সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শী ও অপরিবর্তনীয় নানান নির্দেশাবলী প্রেরণের মাধ্যমে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ না হওয়ার কারণে এবং তৃণমূলস্তরে আমাদের অংশের যে তিনটি ক্যাডার কর্মরত তাঁদের সঙ্গে উপযুক্ত মতবিনিময়ের পরিসর ক্রমসংকুচিত হওয়ার কল্যাণে এই ধরনের বিপত্তি ইদানিং আরো বেশি বেশি করে ঘটতে দেখা যাচ্ছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের 'ফতোয়া' জারি করে কর্তব্য সাঙ্গ করার মনোভঙ্গি আখেরে সূঁছু কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। কাজের পরিমাণগত মানের সঙ্গে গুণগত মানের সার্থক সমন্বয় ঘটানার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অন্তরায় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয়—জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিন্যস্ত ভূমি-সংস্কার প্রশাসনের বহুখাণ্ড ক্রমকালের সঙ্গে নানাবিধ আইনী জটিলতার বিষয়টি জড়িত, সমাজের সব অংশের মানুষের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীলও বটে। স্বাভাবিকভাবেই আইনের ধারা-উপধারা, বিধির চৌহদ্দির মধ্যে জনগণকে সূঁছু পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের সবিশেষ প্রয়োজন। বস্তুতঃ তৃণমূল স্তর থেকে হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়েই সেই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব, যে কাজ পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি-সংস্কার প্রশাসনের আর.ও, এস.আর.ও-২ এবং এস.আর.ও-১ ক্যাডাররাই মূলতঃ করে থাকেন বিভাগের অপরাপর কর্মচারীবৃন্দের সহযোগিতায়। এরই পাশাপাশি সরকারী রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রতিপালিত করতে হয়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রকল্প ও সমীক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারী আধিকারিক রূপে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারদের নানা ভূমিকা প্রতিপালন করতে হয়। ঠিকা জমি, আর্বান ল্যান্ড সিলিং দপ্তর, ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন, ডিস্ট্রিক্ট কমপেনসেশন,

রেন্ট কন্ট্রোলার অফিস সহ আরো বিভিন্ন উইংয়ের এইসব ক্যাডারভুক্ত আধিকারিকরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত থাকেন। এখন বিভাগীয় কাজকর্মে উন্নতিসাধনের স্বার্থেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আধিকারিকদের কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতা ও পটুতাকে এই দপ্তরের কাজে ব্যবহার করার এবং উচ্চতর পদে উপযুক্ত বেতনক্রমে প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের এই বিভাগে ধরে রাখার প্রশ্নটি যথাযথ অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে সমিতির সুনির্দিষ্ট দাবী SRO-II এবং SRO-I ক্যাডারদ্বয়ের সংযুক্তিকরণ করে SRO ক্যাডারসৃষ্টি এবং ১৭, ১৮, ১৯ নং বেতনক্রমের নির্দিষ্ট পদসমূহে SRO দের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্রমান্বিত প্রমোশন প্রদান সুনিশ্চিত করা দরকার। এই সভা থেকে বিষয়টির ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটানোর লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের তরফে যথাবিহিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জোরালো দাবী জানানো হচ্ছে।

বিপুল অংশের জনগণের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এই ভূমি সংস্কার প্রশাসনের প্রায় সব স্তরেই কাজের বোঝার তুলনায় আধিকারিক ও কর্মচারীদের অপ্রতুলতা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সমস্যা ক্রমবর্ধমান এবং তার ফলে পরিষেবামূলক কাজে ইঙ্গিত গতি আনার প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, পরিকল্পনার অভাব, অপরিণামদর্শিতা পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় নিত্য নূতন উপাদান যুক্ত করে চলেছে। এই সভা থেকে তাই সোচ্চারে দাবী জানানো হচ্ছে—অবিলম্বে SRO-I, SRO-II এবং RO ক্যাডারদের ক্ষেত্রে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে এবং যথাসময়ে পদোন্নতির আদেশনামা প্রকাশ সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে।

গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে এই সভা লক্ষ্য করেছে, যে, জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিষেবামূলক কাজকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ও অব্যঞ্জিত হতক্ষেপের সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি আইনানুগ প্রশাসনিক কৃত্যাদি পালন করতে দিয়ে আধিকারিকবৃন্দ অযথা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। বি এল এন্ড এল আর ও এবং আই অফিসগুলিতে সাম্প্রতিককালে ধারাবাহিকভাবে বহিরাগত দুষ্কৃতিদের হাতে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার সেইসঙ্গে সরকারী সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সাধনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। সরকারী প্রাপ্য আদায় করার অভিযানে নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মচারীরা দুর্বৃত্তদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ও আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়—বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রশ্নে যথাবিহিত তৎপরতার অভাবেই পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। এই প্রেক্ষাপটে আজকের এই সভা পুনরায় জোরদার দাবী জানাচ্ছে—ব্লক স্তরের অফিসগুলিতে জনস্বার্থবাহী কাজ যথাযথভাবে নিষ্পত্তির জন্য সুস্থ কাজের পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে আধিকারিকসহ সমস্ত কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং অফিসে অফিসে হামলা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে শান্তি বিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সমিতি গড়া ও পরিচালনা করার অধিকার বর্তমানে কার্যতঃ অস্বীকৃত হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সমিতির চিঠিপত্র ও স্মারকলিপির বক্তব্যকে কোনো প্রকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। দমবন্ধ করা প্রশাসনিক আদেশবলে ছুটিছাটা ভোগ করার অধিকারও সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। সংগঠন ও তার সদস্যদের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ আক্রান্ত হচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই সভা থেকে নিম্নলিখিত বিষয় ও দাবীসমূহ মীমাংসার জন্য জোরালো দাবী জানানো হচ্ছে—

- ১। যষ্ঠ পে-কমিশনের রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশসাপেক্ষে অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য (w.e.f. ১.১.১৬) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ২। অবিলম্বে মহার্ঘভাতার সমস্ত বকেয়া কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৩। অবিলম্বে সমিতি প্রদত্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী Cadre Structure-এ প্রার্থিত পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে SRO-II ও SRO-I ক্যাডারদের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়ে ১৬নং বেতনক্রম প্রদান করে SRO ক্যাডার সৃষ্টি করতে হবে এবং ১৭, ১৮ এবং ১৯নং বেতনক্রমের নির্দিষ্ট পদসমূহে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়িক প্রমোশন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৪। WBSLRS, Gr-I কে WBCS 'C' Group এর সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্থাৎ বর্তমানে ১৫নং স্কেল প্রদান করতে হবে।
- ৫। উচ্চতর পদবৃদ্ধি সাপেক্ষে RO, SRO-II ও SRO-I ক্যাডারদের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে SRO ক্যাডার সৃষ্টির মাধ্যমে বিভাগীয় সার্ভিস সৃষ্টি করতে হবে।
- ৬। বর্তমানে WBSLRS, Gr-I পদে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত কমপক্ষে ২০০টি পদ ভূমি সংস্কার প্রশাসনের স্বার্থে প্রস্তাবিত SRO পদে উন্নীত করতে হবে।
- ৭। ক) ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে কাজে গতিশীলতা আনতে আধিকারিক ও কর্মচারীসহ প্রতিটি স্তরে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।
খ) অবিলম্বে SRO-I, SRO-II এবং RO Cadre-দের ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।
- ৮। ক) SRO-I, SRO-II শূন্যপদে অবিলম্বে প্রমোশন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
খ) RI থেকে RO পদে যথাসময়ে প্রমোশন দিতে হবে।
- ৯। ক) E-Bhuchitra থেকে উত্তীর্ণ যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করে জন পরিষেবামূলক কাজের অন্তরায় দূর করতে হবে। 'লিংক' ও 'Connectivity'র উন্নতিবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
খ) BL & LRO অফিসগুলিতে কার্য সম্পাদনের সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটর ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- ১০। অফিসে হামলা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ১১। ক) নিয়মিত ও সময়মতো বদলী আদেশ প্রকাশ করতে হবে। সমিতি প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান প্রশাসনিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় আধিকারিকদের 'বদলীনীতি'-তে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রকাশ ও কার্যকর করতে হবে।
খ) Compassionate Ground-এ বদলীর বিষয়টিকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে দ্রুত বিবেচনা করতে হবে।
গ) পাঁচ বছর মেয়াদান্তে Other wing থেকে Intergrated Set up-এ ক্যাডারদের ফিরিয়ে আনতে হবে। অপরদিকে Other wing এ বরিষ্ঠতা ও Option অনুযায়ী Posting করতে হবে।
- ১২। সকল WBSLRS, Gr-I এর সময়মতো Confirmation প্রদান করতে হবে।

- ১৩। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে ACR-এর অভাবে ক্যাডারদের বিভাগীয় স্তরে পদোন্নতি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতজনিত ক্ষয়ক্ষতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পূরণ করতে হবে।
- ১৪। অবিলম্বে গ্রেডেশন তালিকা সংস্কার ও হালতক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ১৫। শনিবার ও রবিবার সহ সমস্ত সরকারী ছুটির দিনে বিভাগীয় আধিকারিকদের দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করতে হবে।
- ১৬। WBCS (Exe.) পোস্টে প্রমোশন প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম ফীডার SRO-II দের 'Zone of Consideration'-এর পরিসর সম্প্রসারিত করতে হবে। কেবলমাত্র Willing SRO-II দের নিয়ে Eligibility List তৈরি করতে হবে।
- ১৭। সকল BLLRO অফিসে গাড়ীর সংস্থান করতে হবে।
- ১৮। সময়মতো সকল Departmental Proceedings এর নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে।
- ১৯। ক) সকল অফিসে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত প্রসাধন কক্ষের সংস্থান করতে হবে।
খ) মহিলা আধিকারিকদের জন্য প্রকাশিত Child Care Leave-এর আদেশনামার ভিত্তিতে ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানা বন্ধ করতে হবে।
- ২০। প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি, অপচয় বন্ধ করা ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২১। উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগঠনের নিয়মিত মতবিনিময়ের পরিসর কোনমতেই সংকুচিত করা চলবে না।

তারিখ : ৩১শে আগস্ট, ২০১৯

সভাপতি

স্থান : মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা

প্রস্তাবের অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ-

- ১। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- ২। মাননীয় প্রধান সচিব, ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- ৩। মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- ৪। মাননীয় ভূমি লেখ্য ও জরিপ অধিকর্তা এবং যুগ্ম ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।



গঠিত হল সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি

আগামী ১১ এবং ১২ই জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে শিলিগুড়ি শহরে আমাদের প্রিয় সমিতির সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের বৃকে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার সদস্যদের সমন্বিত করে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছে, গত ২১/০৯/১৯ তারিখে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামস্থ হলে সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার, অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শুভ্রাংশু বসুর উপস্থিতিতে ‘অভ্যর্থনা কমিটি’ গঠনকল্পে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার নবীন ও প্রবীণ সদস্যদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার বার্তা ঘোষিত হয়। সাধারণ সম্পাদক তাঁর ভাষণে সম্মেলনের প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে উত্তরবঙ্গের বৃকে সমিতির তিনদশকের আটক পথচলার ইতিহাসে এই নিয়ে চতুর্থবারের জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলা রাজ্য সম্মেলনকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাবার জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়ে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেন—দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার যৌথ নেতৃত্বে ‘সম্মেলন’কে সফল করে তোলার গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জেলা সংগঠনগুলিও আরো মজবুত হয়ে উঠবে। সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে শিলিগুড়ি সূর্য সেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড: পার্থসারথী দাসকে সভাপতি এবং মনোতোষ অধিকারীকে সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী ‘অভ্যর্থনা কমিটি’ গঠন করা হয়।

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অভ্যর্থনা কমিটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী : শ্রী প্রদীপ গুপ্তা, শ্রী নরেন কুমার সিং, শ্রী প্রবাল দাশগুপ্ত, শ্রী সুনীল বর্মণ।

সভাপতি : ডঃ পার্থসারথী দাস

কার্যকরী সভাপতি : শ্রীমতী রিনঝি লামু শেরপা

সহ-সভাপতি : শ্রী নৃপেন সরকার, শ্রী ভিক্টর সাহা, শ্রী জয়দীপ ঘোষ রায়

সম্পাদক : শ্রীমনোতোষ অধিকারী

যুগ্ম-সম্পাদক : শ্রী শান্তনু প্রধান, শ্রীমতী নিমা ডোমা ভুটিয়া

দপ্তর সম্পাদক : শ্রী মোহন সিং রসাইলি

কোষাধ্যক্ষ : শ্রী শ্যাম দেওয়ান

উপসমিতি

দ প্ত র

আহ্বায়ক : শ্রী মোহন সিং রসাইলি

সদস্য : শ্রী দিলীপ সরকার, শ্রী প্রীতম রাই, শ্রী রাম প্রসাদ চাকী

মঞ্চ ও প্রচার

আহ্বায়ক : শ্রী প্রহ্লাদ বর্মণ

সদস্য : শ্রীমতী খুশবু লামা, শ্রী অভিজিৎ দাস, শ্রী মহেন্দ্র থাপা

অর্থ

আহ্বায়ক : শ্রী শ্যাম দেওয়ান

সদস্য : শ্রী দাওয়া পেন্সা ডুকপা, শ্রী প্রভুনাথ সাউ

স্বাস্থ্য ও বুক স্টল

আহ্বায়ক : শ্রী প্রসেনজিৎ সাহা

সদস্য : শ্রীমতী জ্যোতি লামা, শ্রী প্রদীপ লোহার, শ্রী রতন সাহা, শ্রী সোনম রম্বা

পরিবহন

আহ্বায়ক : শ্রী কল্যাণ লামা

সদস্য : শ্রী অশোক পাল, শ্রী বিনোদ রায়, শ্রী ঋদ্ধি চক্রবর্তী

মহিলা

আহ্বায়ক : শ্রীমতী প্রীতি লামা

সদস্য : শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সেংগাদেন, শ্রীমতী দীচেন ভুটিয়া, শ্রীমতী শেরিং ডি ভুটিয়া, শ্রীমতী কেশাং পেডাং ভুটিয়া

আবাসন

আহ্বায়ক : শ্রী ললিত রাজ থাপা

সদস্য : শ্রী গোপাল বিশ্বাস, শ্রী দীপেন লামা, শ্রী প্রজয় তামাং, শ্রী সুমিত ভট্টাচার্য্য

খাদ্য

আহ্বায়ক : শ্রী রূপক ভাওয়াল

সদস্য : শ্রী শুভ্রজিৎ মজুমদার, শ্রী অভিষেক চক্রবর্তী, শ্রী সুবিমল চক্রবর্তী

সাংস্কৃতিক

আহ্বায়ক : শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী দত্ত

সদস্য : শ্রীমতী প্রতিমা সুব্বা, শ্রী পবন গুপ্তা, শ্রী তাশি ভুটিয়া

স্বৈচ্ছাসেবক

আহ্বায়ক : শ্রী তপন চক্রবর্তী

সদস্য : শ্রী সতীশ সুব্বা, শ্রী শুভেন্দু সামন্ত, শ্রী তেনজিৎ ভুটিয়া, শ্রী ধনঞ্জয় দাস

রক্তদান শিবির

গত ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমিতির আহ্বানে, আগামী ১৭মত (দ্বিবার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির উদ্যোগে সার্ভে বলিউংয়ে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির রেখে জেলাগুলি থেকে ২৫০জনেরও বেশি সদস্য এই রক্তদান শিবিরে হাজির হন। সেন্ট্রাল ব্ল্যাডব্যাঙ্ক-এর সহযোগিতায় এই শিবিরে ৬০ জন কর্মী নেতৃত্ব রক্তদান করেন যাদের মধ্যে ৩ জন মহিলাও ছিলেন। শত ব্যস্ততা এবং প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে সদস্য অনুগামীদের সাড়া, সংগঠনকে প্রাণিত করে।

রক্তদাতাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল:—

নাম	জেলা	নাম	জেলা
১. বিপ্লব কুমার দাস	বাঁকুড়া	৩১. মাসুদুল আনোয়ার	পূঃ বর্ধমান
২. সৌরভ রক্ষিত	হুগলী	৩২. শরদ আগরওয়াল	দঃ ২৪ পরগনা
৩. মনোতো, অধিকারী	দার্জিলিং	৩৩. সৌভিক দত্ত	বাঁকুড়া
৪. শম্ভু চাকী	ঝাড়গ্রাম	৩৪. পীযুষকান্তি সরকার	ঝাড়গ্রাম
৫. শুভকান্তি সিংহ	পঃ মেদিনীপুর	৩৫. তুহিন কুমার দাস	উঃ ২৪ পরগনা
৬. কানুরঞ্জন চ্যাটার্জী	পঃ মেদিনীপুর	৩৬. উৎপল বিশ্বাস	দঃ ২৪ পরগনা
৭. সৌমব্রত রায়	বাঁকুড়া	৩৭. শুভাশীষ মজুমদার	ঝাড়গ্রাম
৮. সুরজিৎ মণ্ডল	হাওড়া	৩৮. প্রকাশ চ্যাটার্জী	বাঁকুড়া
৯. বিভোর চন্দ্র দাস	হাওড়া	৩৯. শান্তনু গাঙ্গুলী	হাওড়া
১০. কমলেশ গায়েন	দঃ ২৪ পরগনা	৪০. কৌশিক চ্যাটার্জী	কোলকাতা
১১. প্রণবেশ পুরকায়োত	ঝাড়গ্রাম	৪১. শুভ্রাংশু বসু	হাওড়া
১২. দেবব্রত ঘোষ	পূর্ব বর্ধমান	৪২. সোমশেখর সরকার	হুগলী
১৩. অরিন্দম ঘোষ	পঃ মেদিনীপুর	৪৩. সুদীপ কুমার সোমন	বাঁকুড়া
১৪. শুভদীপ চ্যাটার্জী	পঃ মেদিনীপুর	৪৪. মুস্তাকিম সেখ	পূঃ মেদিনীপুর
১৫. সুশোভন মণ্ডল	পঃ মেদিনীপুর	৪৫. শিপ্রা সেন (মহিলা)	হুগলী
১৬. উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য	পঃ বর্ধমান	৪৬. পুষ্পেন্দু সাহা	হাওড়া
১৭. দেবশীষ ধর	পঃ মেদিনীপুর	৪৭. বিশালা সাহানা (মহিলা)	নদীয়া
১৮. সুব্রত চ্যাটার্জী	পঃ বর্ধমান	৪৮. অনিমেষ কুমার ঘোষ	হাওড়া
১৯. সুজয় ব্যাপারী	পঃ মেদিনীপুর	৪৯. নির্মল চন্দ্র ঘোষ	পূর্ব বর্ধমান
২০. অমিয় কুমার বিশ্বাস	উঃ ২৪ পরগনা	৫০. আমিনুল ইসলাম খান	দঃ ২৪ পরগনা
২১. বিশ্বরূপ ঘোষ	কোলকাতা	৫১. অরিন্দম খান	দঃ ২৪ পরগনা
২২. পরিতোষ মণ্ডল	পঃ মেদিনীপুর	৫২. অরুণ কুমার সামন্ত	দঃ ২৪ পরগনা
২৩. অর্ঘ্য মান্ডি	পঃ মেদিনীপুর	৫৩. আদিত্য মজুমদার	কোলকাতা
২৪. শঙ্কর নস্কর	পঃ মেদিনীপুর	৫৪. সুপ্রভাত দাস	দঃ ২৪ পরগনা
২৫. সৌমি নন্দী (বিশ্বাস) (মহিলা)	পূঃ বর্ধমান	৫৫. সৌমেন্দ্রনাথ পাল	দঃ ২৪ পরগনা
২৬. দেবার্চন চক্রবর্তী	ঝাড়গ্রাম	৫৬. কৌশিক পাত্র	পূঃ বর্ধমান
২৭. প্রণবকুমার সাঁতরা	কোলকাতা	৫৭. প্রসেনজিৎ চৌধুরী	নদীয়া
২৮. অমিতাভ কোলে	বীরভূম	৫৮. অতনু মণ্ডল	বাঁকুড়া
২৯. ইন্দ্রনীল পাল	হাওড়া	৫৯. দীপাদিত্য বিশ্বাস	দঃ ২৪ পরগনা
৩০. দেবশীষ বসাক	পূঃ মেদিনীপুর	৬০. দেবশীষ শেঠ	দঃ ২৪ পরগনা

সমিতিগত তৎপরতা

- **SRO-II** স্তরের ক্যাডারদের **transfer** নিয়ে কর্তৃপক্ষস্বত্রে খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে সমিতি উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৈষম্য দূর করার দাবী জানিয়ে প্রতিবাদ পত্র দেয় সেটি নীচে মুদ্রিত করা হ'ল—

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS
OFFICERS', WEST BENGAL

Memo. No.13/ALLO/19

Date: 05/09/2019

To
The DLRS and Jt. LRC
Government of West Bengal
Survey Building,
Kolkata 700 027.

Sub: Transfer Order of SRO-II *vide* Memo, No. 325/569/1(230)/B-II/
19Pt. Dated, Allpore, the 04/09/2019.

Sir,

Our association earnestly thanks for bringing out the much coveted Order which shuttled from the L& LR and RR & R Department to the Directorate for quite a few months. The unprecedented efficiency but could not do away the malady of travesty of justice and favouritism.

We learnt that 31/12/2015 was fixed as a yard stick, for officers who have to be transferred particularly serving in DLLRO & SDLLRO offices in their districts of the Hugly, Howrah, South 24 Parganas and North 24 Parganas i.e. C-zone. About more than 70 officers came under the anvil but only half of them were chosen to be departed. Moreover, several SRO-IIs serving in the B-zone and A-zone districts, who are eligible for transfer to their home district/zone have been willfully left out or not posted to their home zone/districts for reasons best known to authorities.

We would not have had nothing to say if a zone wise 'first come first go' policy had been adopted by both the Directorate and the Secretariat for such transfers. The entire order only imprints the whims without rhyme or reason, to pick and choose the officers. It had not even spared the senior officers or the officers who are enlisted in the zone of consideration list for the promotion to the rank of SRO-I or the officers convalescing from very very serious decease which are well known to the authorities.

Once, Sri Anish Majumder, IAS, Retd. and Chief Secretary, Government of West Bengal in one of our deputation quipped that indispensability of favouring government employee by the authority against a transfer order, is a theory of band-wagon. In a revenue department such favours will always remain with askance,

Any civilized nation follows the rule of queue in any waiting line leaving apart the cases

deserving compassion. We are compelled to say that the combined effort of the Directorate and Secretariat still remains far away from such etiquette.

To an extent this deleterious order has shaken the faith of the senior SRO-IIs who had fallen victim of such wangle.

Our earnest request is to partially *review* the order where such anomalies have occurred and reinforce the justification in cases of such infirmities. We are ready to cooperate, if required by the *authority*, to restore the justification and transparency of the order.

This is for your kind information and necessary action, please.

Yours faithfully,

Chanchal Samajder
General Secretary

Memo. No. 13/1/ALLO/19

Date: 05/09/2019

Copy forwarded to :-

1. The Principal Secretary and Land Reforms Commissioner, Government of West Bengal, Department of Land and Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation for his kind information and necessary action, please,

Chanchal Samajder
General Secretary

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL

Memo No. 19/ALLO/19

Date: 24/09/2019

To
The Director of Land Records Surveys & Lt. Land Reforms Commissioner;
Government of West Bengal,
Survey Building,
Kolkata 700 027.

Sub: This time - Mejia, Bankura.

Sir,

On behalf of our association and with compunction, I draw your kind attention to the atrocities conducted by the land mafias against BL&LRO along with BDO in Mejia, Bankura on 20 September 2019, The incident has been reported in the media, widely.

Unfortunately, BDO was also a victim of such barbaric attack. Generally, the hapless BL&LROs are the soft target. Whichever officer stands against is destined to meet the same fate,

The regular illegal mining of sand/clay from riverbed and the ferocity of these sand mafias is bringing the loot to the level of unquestionable social acceptance. Only, the infelicitous BL&LROs with staff etc. are ill fated to face these scums.

It is learnt that two of these have been nabbed by the police while others are at large.

Such periodic report has become a routine. The unbridled mafias are operating with impunity. Steps taken against them are inadequate.

We demand absolute protection during such raid duty. In case of any injury or causality, the onus will be on the authority.

The situation is getting bad to worse day by day.

This is for your kind intervention and necessary action.

Yours faithfully

Chanchal Samajder
General Secretary

-
- ব্লক স্তরের অফিসগুলিতে BL & LRO, RO-দের ওপর জনপ্রতিনিধি ও মাফিয়াদের জুলুমের প্রতিকার চেয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমিতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ পত্র দেওয়া হয়। সকলের জ্ঞাতার্থে পত্রগুলি নীচে সন্নিবিষ্ট হ:ল—

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL

Memo No. 25 /ALLO/19

Date: 03/12/2019

To

The Director of Land Records Surveys & Jt. Land Reforms Commissioner,
Government of West Bengal,
Survey Building,
Kolkata-70 027.

Sub: Hooliganism in BL&LRO,' Basirhat-II on 02/12/ 2019.

Sir,

With utter dismay and resentment, I report the hooliganism conducted by the Pradhan of Kholapota GP, Basirhat-II Block in the BL&LRO Office on 02/12/2019.

The atrocious activities of such scums, who went on with abusive language and heckled the BL&LRO Basirhat-II, cannot be tolerated anymore.

As reported earlier this is becoming a periodic ritual taking the BL&LRO Offices to be most unguarded and vulnerable.

The SDL&LRO Basirhat has been informed. The ADM and DL&LRO, North 24 Parganas

২০ আশী

has asked to manage the situation instead of bringing the culprits to the book.

Hence, I vehemently condemned the incident, demand to cause an enquiry and take all the necessary steps to stop such unlawful activities bringing the culprits to the book.

Yours faithfully

Chanchal Samajder
General Secretary

Memo No. 25 /I/ALLO/19

Date: 03/12/2019

Copy forwarded to:-

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner, L& LR and RR & R Department,
Government of West Bengal for information and necessary action, please.

Chanchal Samajder
General Secretary

- RO ও SRO-II দেৱ Promotion-এৱ জন্য় যথাযথভাবে SAR সংৰক্ষণ ও প্ৰেৱণেৱ জন্য় কৰ্তৃপক্ষেৱ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হয় নীচেৱ পত্ৰখানিৱ মাধ্যমে—

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL

Memo No. 20/ALLO/19

Date: 26/09/2019

To

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal,
Nabanna,
325, Sarat Chatterjee Road,
Howrah-700 102.

Re: Unattended SAR of RO and SRO-II.

Sir,

The old system of ACRs has been done away with the new SAR system. It was a sigh of relief as thought that the electronically transmitted reports will once and for all cure the malady of lost and improperly kept ACRs which obviously could not be readily found on call.

Presently, a new phenomenon has come up, that is, of SARs not forwarded accordingly to hierarchy to the upper level.

For good or bad, SDOs and DMs had been implanted in the hierarchy stripping DLRS & Jt. LRC, who is the cadre controlling authority, to forward the SARs.

Obviously, the SARs are getting stuck and not being forwarded to the next level. On many a time, the SDOs and DMs get transferred and the job of forwarding the SARs of the officers of land department like ROs and SRO-IIs are unattended.

The matter comes up to a crisis during the promotion of RO to SRO-II and SRO-II to WBCS (Exe.) or SRO-I in ISU as well as other wings of the department.

//////////////////////

Hence, your kind attention is drawn to retrieve the SAR from the respective authorities and also to take corrective steps to streamline the hierarchy which has been tilted against the land department officers like, SDLLRO, ADM & DLLRO and DLRS & Jt. LRC in the integrated setup.

Yours faithfully

Chanchal Samajder
General Secretary

Memo No. 20/1/ALLO/19

Date: 26/09/2019

1. The Director of Land Records & Surveys and Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal, for his kind information and necessary action.

Chanchal Samajder
General Secretary

-
- প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অবাঞ্ছিতভাবে ক্যাডারদের বিরুদ্ধে **FIR lodge** করা হচ্ছে, এর সুষ্ঠু আইনসংগত সমাধান চেয়ে সমিতির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকারের দাবী জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট পত্রটি নীচে মুদ্রিত করা হ'লঃ—

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL

CENTRAL COMMITTEE

Memo No. 21 /ALLO/2019

Date: 25/10/2019

To

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department
Government of West Bengal

Sub: FIR lodged against Ro and BL&LROs.

Ref: LM/976/IV-2/SDLLRO/SADAR/COB/2019 dated. 25/09/2019 of
SDL&LRO Sadar, Coochbehar.

Our association with grave concern, like to bring the abominable phenomenon to your attention read with the letter of SDL&LRO, under reference.

Not repeating the provisions of law as quoted in the said letter for the sake of brevity, the propensity to lodge an FIR by the dissatisfied party against an order in a case disposed by one Revenue official absolutely jeopardize the quasi-judicial procedure through which a case under WBLR Act, J955 is disposed of.

The Revenue Officers are under threat of facing such act, which the police officers encourage for reasons best known to them. This results in Revenue Officers stooping through quicksand.

An appealable order can never be dealt under any criminal procedure, Once an FIR is lodged, the poor officer is left at large, to defend for him/herself in the court of law.

It is a well-known fact in our country that Spanish 'vendetta' goes on between kith and. kin with respect to recording of plots in RoR, Innumerable imposturous documents and deeds are regularly being faced and dealt by the Revenue Officers. Moreover, the losers become frenetic and unable to face the logic of defeat often take recourse to such act of vengeance by filing FIR against poor Revenue Officers.

Can anybody dream off expecting an FIR against any Munsiff or Civil Judge for their order in any Title Suit/ Appeal? The Revenue Officers draw their power from the same Code of Civil Procedure 1908. The provision under Section 58 of the WBLR Act, 1955 can also be considered in this regard. The Revenue Courts cannot be converted into kangaroo courts.

Further, the imbalance in the plot index of the *mourzs* have paved the way for more disputes, double selling of immovable assets as well as the invaluable vested plots in most of the mouzas.

The vulnerability not only affects the Revenue Officers but also the state interest on the whole. The target of constructing an error free RoR cannot be achieved through such coercion.

Several times, we have raised the issue to flag and put up gate in the softwares to safe guard the provisions of law, e.g. non-eviction of barga/patta from RoR, inalterability of classification of land without appropriate order, not allowing mutation on part vested plot without proper demarcation, recording of acquired land and land belonging to Urban Land Ceiling and Thika Tenancy, 6(3) lands under WBEA Act 1953 read with provisions of Section 14Z of the WBLR Act, 1955, erstwhile Khas Mohal lands including lands of Dihi Panchannagram as well as the land belonging to central government and other departments.

Some steps have been taken, after constant persuasion regarding barga/patta and vested land by way of issuing circulars by the authority. But, the follow up action remains inadequate regarding restoration.

As per our perception, the field experience in LR works in the top most echelons of the administration can and need to be enhanced. A reflected knowledge can only mystify the perception which leads to blurred conception of the intrigues of the conjurors and middlemen of meddling with the preparation of RoRs through unending and ever rotating cases under disposal of a Revenue Officer.

To invigorate the system and in absence of the expected proactive ill-intelligence level in the administration, we demand a bold step from the Government in the department, not only to safeguard the Revenue Officers and BL&LROs but to ensure the rule of law and safeguard the state interest by way of protecting the government / vested lands as well as preparation of an error free digitized RoR and map which is an absolute necessity for e-Governance. Otherwise the drainage of government exchequer is the graffiti.

The profanity by deriding an officer by a section of press/media or administration or the state of obduracy ongoing in ISU does not hold the panacea of reinforcing a good governance.

Though our State being the pioneer after Kashmir in land reform is lagging behind other States in digitization of land records. The fallacious approach of not restructuring the cadre (RO,

//////////////////////

SRO-II & SRO-I) adds to the woe making the land administration a top heavy lame duck.

The chain is as strong as its weakest link. The Revenue Officers are the weakest link in the ISU. Vested with immense power and without any protection make the chair most valuable. Authority, as the bad workman often blames the tool i.e. the ROs.

The incidence of FIR against RO brings forth the demand that 'an ounce of protection is worth a pound of cure'. If ROs and BL&ROs are not shielded from the capricious acts, the entire system of field level administration will get unnerved in front of such fabricators.

We won't go the length to any stolidity to draw any instant conclusion from a couple of similar incidents. But to our discernment the challenge of land administration, today can only be made through reinforcing the ISU set up with job enrichment and restructuring the cadres of land department, i.e. RO. SRO-II and strengthening the weakest link. ISU itself is a 30 years old system which needs to be adjusted any synchronized and enriched in human resource. Instead of chalking out remedial measures the bellicose attitude of a section of administration towards the ROs, BL& ROs, those who buttress the entire ISU is mentally alienating the officer from their work. These often results in demotivation.

Often we find that complain of atrocities against RO, be it in office or in case of intervening illegal mining is met with disdain from the authority. It also adds grist to the mill when the miscreants get scott free after all-out effort to bring them to the book.

In nutshell we present this abominable situation prevailing particularly in ISU wing of the Land Administration in our State.

For the sake of the State and the cadres of the Land Department, immediate steps may be taken from your kind end to save the age old honour of this department.

Yours faithfully

Chanchal Samajder
General Secretary

Memo No. 21/2/ALLO/19
Copy forwarded to:

Date: 25/10/2019

1. The Private Secretary to The Chief Secretary, Government of West Bengal for his kind persual and necessary action, please.
2. The Director of Land Records & Survey and Jt. Land Reforms Commissioner, Government of West Bengal for his kind information and necessary action, please.

Chanchal Samajder
General Secretary

স্মরণ

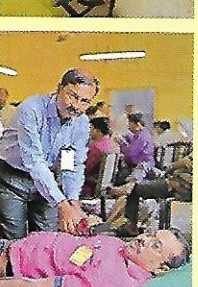
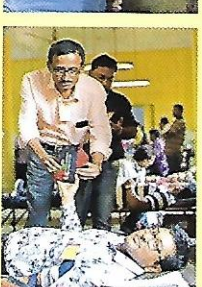
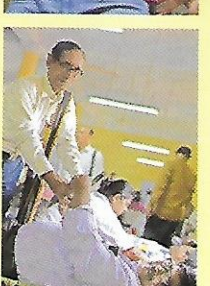
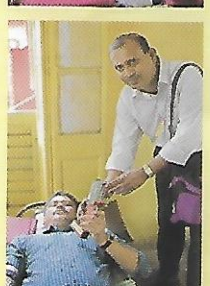
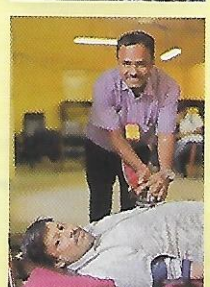
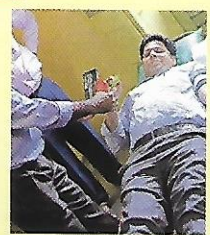
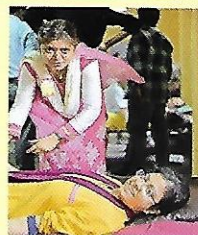
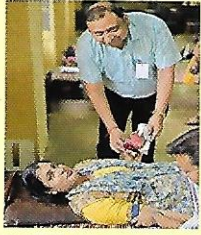
সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে—সমিতির কলকাতা জেলার প্রাক্তন কর্মী-নেতৃত্ব ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

সাম্প্রতিককালে প্রয়াত হয়েছেন—বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্ব, প্রাক্তন সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত, বিদগ্ধ সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ রাম জেঠমালানি, ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টি. এন. শেখন, দিল্লীর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত, চলচ্চিত্রাভিনেতা কাদের খান, রাষ্ট্রসংস্থের প্রাক্তন মহাসচিব কোফি আন্নান, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম. করুণানিধি, খ্যাতনামা পাকিস্তানী ক্রিকেটার আবদুল কাদির, ইংলন্ড দলের সাড়া জাগানো পেস বোলার বব উইলিস বামপন্থী নেতা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী, খ্যাতনামা প্রপদশিল্পী রমাকান্ত গুপ্তা, মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তা অঞ্জন মিত্র সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।

সাম্প্রতিক ‘বুলবুল’ সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ঘটনায়, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বলি হয়ে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণে দেশে-বিদেশে বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছেন। হায়দ্রাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে সমাজবিরোধী ধর্ষকদের নিপীড়নে দুজন তরুণীর মর্মান্তিক অকালপ্রয়াণ ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে NRC বিরোধী গণ-আন্দোলনে পুলিশী নির্যাতনের সূত্রে বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

‘রক্তদান শিবির’, সার্ভে বিন্ডিং ১৫.১১.২০১৯



প্র্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
Association of Land and Land Reforms Officers, West Bengal

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক)
রাজ্য সন্মেলন
17th (Bi-ennial)
STATE CONFERENCE

১১-১২ ই জানুয়ারি ২০২০
11-12th January 2020
কান্ধনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হল
গেট নং - ১০
Kanchan Jungha Stadium Hall
Gate No. - 10



সম্পাদক : অল্লান দে

প্র্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে : ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯